ঈমান জাগানিয়া বয়ান সংকলন

১০

নবীজি ﷺ এর ভাষায়

যারা আমাদের মধ্য থেকে নয়

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

নাম : নবীজি ﷺ এর ভাষায় : যারা আমাদের মধ্য থেকে নয়

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

স্বত্ব : কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়া সম্পূর্ণ
আমানতের সঙ্গে হুবহু ছাপানোর অনুমতি আছে

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪

শুভেচ্ছা বিনিময় : ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল ফকীর
মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া ৫১১/৫ [২২ বাড়ি]
দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৯০-১৬৯১২৯

পরিবেশনায় : আল আসহাব শপ
৫৩৩/এ, মধ্য মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা– ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৭০-৪৪৪৮৯০

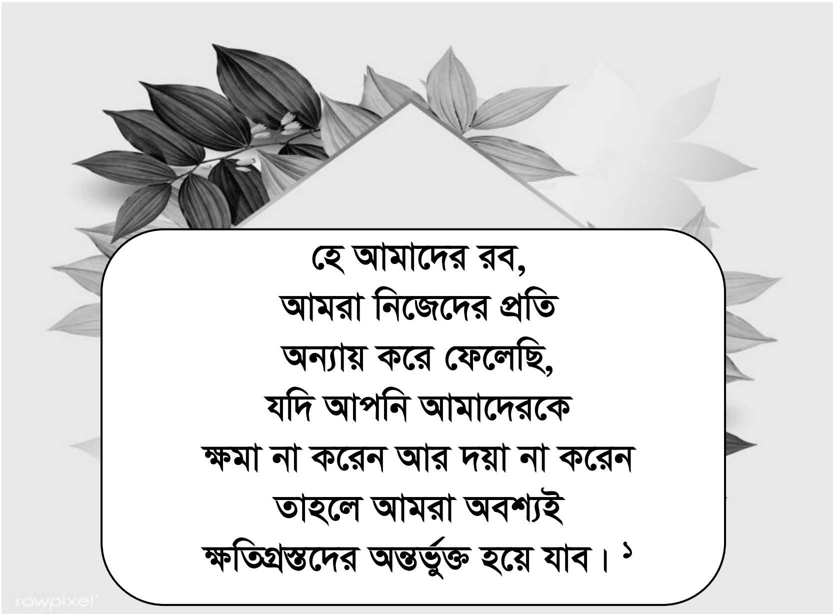
হে আমাদের রব,
আমরা নিজেদের প্রতি
অন্যায় করে ফেলেছি,
যদি আপনি আমাদেরকে
ক্ষমা না করেন আর দয়া না করেন
তাহলে আমরা অবশ্যই
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। [১]

[১] সূরা আ'রাফ : ২৩

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত	৭
মহব্বত ও ইতাআ'ত	৮
সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসের সার	৮
সাহাবাদের দোয়া	৮
আহা কী আনন্দ!	৯
তৃষ্ণায় শীতল পানীয়ের চাইতেও রাসূল ﷺ অধিক প্রিয়	১০
সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ থাকবেন	১০
নবীজি ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা দীনের প্রাণ	১০
মহব্বত কাকে বলে?	১১
এটাই প্রকৃত মহব্বত	১১
মাশুকের মহব্বতে নিজেকে বিলীন করে দেয়া	১১
মহব্বত এক প্রকার আগুন	১২
মহব্বতের পথে চলতে হলে যা জানতে হয়	১২
মহব্বত যেমন হওয়া চাই	১৩
প্রিয়তমকে জয় করবোই	১৩
১. যে আমার সুন্নাতের প্রতি বিমুখ হবে	১৪
সুন্নাতের দৃষ্টান্ত	১৪
২. যে বড়দের সম্মান করে না	১৫
বড়কে সম্মান করার পদ্ধতি	১৫
বড়কে সম্মান করার ফজিলত	১৬
৩. যে ছোটকে স্নেহ করে না	১৭
ছোটদের প্রতি নবীজীর ভালোবাসা	১৭
নবীজী ছোটদের চুমু দিতেন	১৮
হাসান হুসাইন রাযি.-এর প্রতি নবীজীর স্নেহ	১৯
মসজিদে বাচ্চাদের সঙ্গে পুলিশী আচরণ না করি	১৯

৪. যে আমাদের আলেমের হক জানে না	২০
মিডিয়ার অপপ্রচারের ফাঁদে পড়বো না	২০
বিস্ময়কর ব্যাপার	২১
ওলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান দেখাবেন কেন?	২১
ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে থাকুন	২১
সমাজের কিছু ভ্রষ্টতা ও সমাধান	২২
ওলামায়ে কেরামের চেয়ে দরদী কেউ নেই	২২
৫. যে ব্যক্তি বিভিন্ন মাধ্যমে ভাগ্যের ভালো-মন্দ যাচাই করে	২৩
রাশিফল বের করার নামে ভাগ্য নির্ণয়	২৪
শিরকের কাফফারা	২৪
৬. যে ব্যক্তি যাদু করে	২৫
সোলেমানিয়া তাবিজের কিতাব	২৫
অমুসলিমদের থেকে তাবিজ গ্রহণ	২৫
যাদুটোনা করার শাস্তি	২৫
৭. যে ব্যক্তি অমুসলিমদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে	২৬
৮. যে নারী পুরুষের এবং যে পুরুষ নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে	২৭
৯. যে ব্যক্তি প্রতারণা করে	২৭
১০. যে ব্যক্তি মুসলমানের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে	২৭
সন্ত্রাস ও দুর্নীতির সলিউশন	২৮
১১. মৃত্যুশোক প্রকাশে যে মহিলা বিলাপ করে কাঁদে	২৮
১২. যে ব্যক্তি মোচ কাটে না	২৯
১৩. যে ব্যক্তি কোনো স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে	২৯
১৪. যে ব্যক্তি ছিনতাই করে	২৯
১৫. যে ব্যক্তি সুন্দর সুরে কুরআন পাঠ করে না	২৯
১৬. যে ব্যক্তি অত্যাচারী শাসকের সহযোগিতা করে	৩০
১৭. যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার প্রতি মানুষকে আহ্বান করে	৩১

যারা আমাদের মধ্য থেকে নয়

আমাদের অবস্থা যেন এমন হয়– মাহবুবকে পাওয়ার জন্য, নবীজি ﷺ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রয়োজনে নিজের মনকে শাসন করবো, ইচ্ছাকে ত্যাগ করবো, বিলাসিতা বিসর্জন দিব, অলসতা দূরে ঠেলে দিব, গাফলতির চাদর খুলে ফেলব, ট্রেন্ড গুঁড়িয়ে দিব, মানুষের কথায় কান দিব না, সমাজের প্রথায় মন দিব না, চোখ রাঙ্গানিকে ভয় করবো না, বন্ধুদের ডাকে সাড়া দিব না; তবু আমাদের প্রকৃত মাহবুবকে জয় করবোই এবং যে সকল ক্ষেত্রে নবীজি ﷺ বলেছেন لَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ এটা আমাদের রাস্তা নয়। لَيْسَ مِنِى অর্থাৎ কেউ যদি এই পথে চলে তাহলে সে আমাকে মহব্বতকারী নয়– সে সকল কাজ বা স্বভাব যে কোনো মূল্যে ত্যাগ করবোই। হে আল্লাহ, আপনি একমাত্র তাওফীক দাতা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ.

بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجعلني وإياكم من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

হামদ ও সালাতের পর!

আল্লাহর সবচে বড় নেয়ামত

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার সকল নেয়ামত আপন স্থানে বড়। তবে আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল, মুহাম্মদ ﷺ এর অস্তিত্ব। এর দলিল হল, আল্লাহ বান্দাকে অসংখ্য নেয়ামত দিয়েছেন কিন্তু সরাসরি খোঁটা দেননি। পক্ষান্তরে নবীজি ﷺ-কে পাঠিয়ে তিনি আমাদেরকে খোঁটা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। [২]

[২] সূরা আলি ইমরান : ১৬৪

এর দ্বারা বুঝা গেল, নবীজি ﷺ-এর অস্তিত্বই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

মহব্বত ও ইতাআ'ত

নবীজি ﷺ সম্পর্কে আমাদের মৌলিকভাবে দু'টি কাজ করতে হয়।

এক. তাঁকে মহব্বত করতে হয় পরিপূর্ণ অন্তর দিয়ে।

দুই. তাঁর ইতাআ'ত বা অনুসরণ করতে হয় পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে।

এ দুই গুণ যে ব্যক্তি বা জাতির মাঝে থাকবে, দুনিয়া আখেরাতে সফলতা তার সামনে চোখ ধাঁধিয়ে ধরা দিবে।

সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসের সার

সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস দেখুন। তারা এক সময় ছিলেন আইয়্যামে জাহিলিয়াত তথা মূর্খতার যুগের নাগরিক। কিন্তু তাঁদের মাঝে উক্ত গুণ দু'টি চলে এসেছিল। তাঁরা হয়ে ওঠলেন মানবেতিহাসের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সোনালি মানুষ।

এমনিতে সাহাবায়ে কেরামের গুণ-বৈভব ছিল আকাশচুম্বি। যার বিবরণ দিতে হলে লক্ষ-কোটি পৃষ্ঠার প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু যদি এই লক্ষ-কোটি পৃষ্ঠার একটা শিরোনাম দেয়া হয় তাহলে শিরোনাম দাঁড়াবে এই

فلما أحبه القوم بكل قلوبهم أطاعوه بكل قواهم

অর্থাৎ তাঁরা নবীজিকে মহব্বত করেছেন পরিপূর্ণ অন্তর দিয়ে তাই তাঁর ইতাআ'ত বা অনুসরণ করেছেন পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে।

সাহাবাদের দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. বলেন, এক রাতে আমি কয়েক রাকাত নফল নামায পড়লাম। নামায শেষে আল্লাহ তাআলার হামদ-সানা আদায় করলাম। নবী কারীম ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করলাম। এরপর দোয়া করা শুরু করলাম। তখন রাসূল ﷺ আমার অগোচরে বলতে থাকেন, তুমি আল্লাহর কাছে চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি দোয়া করো, তোমার দোয়া কবুল করা হবে।

ইবনু মাসউদ রাযি. বলেন, আমি দোয়া করলাম। এরপর মসজিদ থেকে বাড়িতে চলে এলাম। ভোর হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. আমার বাড়িতে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনি আজ রাতে কী দোয়া করেছেন?

বললাম আমি এই দোয়া করেছি, 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট এমন ঈমান চাই, যার পর কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন হবে না। এমন নেয়ামত চাই, যা কখনো ফুরাবে না। আর আমার পরম চাওয়া, চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রাণপ্রিয় নবী ﷺ এর সঙ্গলাভ।' [৩]

আহা কী আনন্দ!

বেলাল রাযি. মৃত্যুকালীন যন্ত্রণায় ছটফট করলে তাঁর স্ত্রী বেদনাবিধূর হয়ে বললেন

وَابِلاَلاَهُ وَاحَزَنَاهُ

'হায় বেলাল! কী দুঃসহ যন্ত্রণা!'

এটা শুনে বেলাল রাযি. স্ত্রীকে এমন এক কথা বললেন, যাতে মৃত্যু যন্ত্রণার সঙ্গে মাধুর্যও মিশানো ছিল। তিনি বলেন

وَافَرْحَاهُ

'আহা কী আনন্দ!'

কেননা মৃত্যু হয়ে গেলেই রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের রাস্তা খোলাসা হয়ে যাবে। তারপর তিনি বললেন

غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ-

'এই তো আমাগীকালই প্রিয়তম রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।' [৪]

[৩] মুসনাদে আহমাদ : ৪৩৪০

[৪] শারহুয যুরক্বানী 'আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিইয়া : ১/৪৯৯

তৃষ্ণায় শীতল পানীয়ের চাইতেও রাসূল ﷺ অধিক প্রিয়

আলী রাযি.-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, রাসূল ﷺ-কে আপনারা কেমন ভালোবাসতেন? জবাবে তিনি বলেন

كَانَ وَاللهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلادِنَا، وآبائِنَا وأُمَّهَاتِنا، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَإِ

আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের নিকট আমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতৃ ও মাতৃকুল এবং প্রচন্ড তৃষ্ণার সময় ঠান্ডা পানি যেমন প্রিয়, তার চাইতেও অধিক প্রিয় ছিলেন। [৫]

সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ থাকবেন

জনৈক আল্লাহওয়ালাকে প্রশ্ন করা হল, জান্নাতের এমন একটি নেয়ামতের ব্যাপারে বলুন, যা আমাদেরকে জান্নাতের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে!
তিনি জবাবে বললেন, সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ থাকবেন!

নবীজি ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা দীনের প্রাণ

আল্লাহর এক আরেফ চমৎকার বলেছেন

محمدؐ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

'মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি মহব্বত সত্য ধর্মের প্রধান শর্ত;
যদি এতে ত্রুটি থাকে তবে সবই অপরিপূর্ণ।'

আল্লাহর আরেক আরেফ বলেন

مغزِ قرآں، روحِ ایماں، جانِ دیں
ہست حبِ رحمت للعالمینؐ

'কুরআনের মগজ, ঈমানের রূহ এবং দীনের প্রাণ হল,
রাহমাতাল লিল আলামীনের প্রতি ভালোবাসা।'

---

[৫] আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূকিল মুস্তফা : ২/৫২

মহব্বত কাকে বলে?

এক্ষেত্রে দু'টি পরিভাষা আছে।

এক. মহব্বত।

দুই. ইশক।

মহব্বতের আতিশয্যকে বলা হয় ইশক। আমরা নবীজি ﷺ-কে ইশক-মহব্বত করবো। প্রশ্ন হল **মহব্বত কাকে বলে?**

জুনাইদ বাগদাদী রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল **মহব্বত কাকে বলে?** উত্তরে তিনি বলেন

دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب

অর্থাৎ মহব্বতের মধ্যে দুই পক্ষ থাকে। যিনি মহব্বত করেন, তার নাম মুহিব্ব বা আশেক। যাকে মহব্বত করা হয়, তার নাম মাহবুব বা মাশুক। মহব্বত বলা হয়, মুহিব্ব বা আশেক নিজের মধ্যে বিদ্যমান স্বভাবগুলোকে বিসর্জন দিবে। সেই স্থানে গ্রহণ করবে মাহবুব বা মাশুকের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে।[৬]

মুহিব্ব বা আশেক মনে করবে, আমার ইচ্ছা ইচ্ছা নয়, মাহবুবের ইচ্ছাই ইচ্ছা। আমার রুচি রুচি নয়, মাহবুবের রুচিই রুচি। আমার চাওয়া চাওয়া নয়, মাহবুবের চাওয়াই চাওয়া।

এটাই প্রকৃত মহব্বত

মহব্বতের এই পরিচয় সাহাবায়ে কেরামের মাঝে পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল। তাঁরা নিজেদের কামনা-বাসনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, উৎসাহ-উদ্দীপনা, রাগ-ক্ষোভ; এক কথায় সব কিছুই মাটি করে দিয়েছিলেন নবীজি ﷺ এর আনুগত্যের সামনে। এটাই প্রকৃত মহব্বত, এটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

মাশুকের মহব্বতে নিজেকে বিলীন করে দেয়া

আরেফ বিল্লাহ হাকীম আখতার রহ. বলেন, একটি লাইটের প্রতি দূর থেকে তাকালে মনে হয় যেন একটা আলোর গোলা। তার উপরে যে কাঁচ থাকে তা

[৬] সালওয়াতুল আরেফীন : ১৯৮

ওই আলোর মাঝে এমনভাবে বিলীন হয়ে যায় যে, দূর থেকে ওই কাঁচ বুঝা যায় না। অনুরূপভাবে মুহিব্ব বা আশেক তার মাহবুব বা মাশুকের মহব্বতে নিজেকে তাঁর মাঝে একেবারে বিলীন করে দেওয়ার নাম মহব্বত।

ہم ترے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں

جیسے بچے کسی تہوار میں گم ہو جائیں

'আমি তোমার মহব্বতে নিজেকে হারিয়ে বসেছি;
যেমন শিশু বড় ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায়।'

মহব্বত এক প্রকার আগুন

আমাদের শায়খ ও মুরশিদ মাহবুবুল ওলামা পীর যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী দা. বা. বলেন, মহব্বত হল, অন্তরের এক প্রকার ঢেউ বা উচ্ছ্বাস যা মাহবুবের কাছে পৌঁছার আগ পর্যন্ত থামে না। মহব্বত হল অন্তরের এক প্রকার আগুন যা মাহবুব পর্যন্ত পৌঁছা ছাড়া নিভে না।

এ জন্য আল্লাহর আরেফ বলেন

محبت محبت کرتے ہو لیکن

محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے

'মহব্বতের দাবী সত্য নয়;
যদি না থাকে আতিশয্যতা।'

মহব্বতের পথে চলতে হলে যা জানতে হয়

যে কোনো রাস্তায় চলতে হলে তার মাঝে অবস্থিত বাধা-বিপত্তিগুলো জানতে হয়। সেগুলো এড়িয়ে চলতে হয়। অন্যথায় মনজিলে মাকসুদ পর্যন্ত পৌঁছা যায় না। মহব্বত হল একটি রাস্তা। মাহবুব পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা। আশেক তার মাশুক পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা। এ রাস্তার মাঝে অবস্থিত বাধাগুলো কী কী– তা যদি জানা থাকে তাহলে এ রাস্তাটা অতিক্রম করা সহজ হবে। নবীজি ﷺ হাদীসের মধ্যে কিছু জিনিস সম্পর্কে বলেছেন لَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ এটা আমাদের রাস্তা নয়। لَيْسَ مِنِّى বা لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي অর্থাৎ কেউ যদি এ পথে

চলে তাহলে সে আমাকে মহব্বতকারী নয়। কেউ যদি এ পথে চলে তাহলে সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত নয়।

মহব্বত যেমন হওয়া চাই

আজকের মজলিসে আমরা এ জাতীয় কিছু হাদীসের আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেকটি হাদীস আমরা নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো। আল্লাহ না করুন, যে স্বভাবগুলো আলোচনা করা হবে সেগুলো যদি আমাদের মাঝে পাওয়া যায় তাহলে পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হবো ইনশাআল্লাহ। বরং আমি বলব, আমাদের অবস্থা যেন এমন হয় যেমনটি কবি বলেছেন

میں نے فانیؔ ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات

جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے

'আমি তো গোটা বিশ্ব তলিয়ে যেতে কিংবা ডুবে যেতে দেখেছি; যখন দেখেছি আমার প্রিয়তম আমার কোনো ব্যাপারে নারাজ বা অসন্তুষ্ট।'

প্রিয়তমকে জয় করবোই

আমাদের অবস্থা যেন এমন হয়– মাহবুবকে পাওয়ার জন্য, নবীজি ﷺ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রয়োজনে নিজের মনকে শাসন করবো, ইচ্ছাকে ত্যাগ করবো, বিলাসিতা বিসর্জন দিব, অলসতাকে দূরে ঠেলে দিব, গাফলতির চাদর খুলে ফেলব, ট্রেন্ড গুঁড়িয়ে দিব; মানুষের কথায় কান দিব না, সমাজের প্রথায় মন দিব না, চোখ রাঙ্গানিকে ভয় করবো না, বন্ধুদের ডাকে সাড়া দিব না; তবু আমাদের প্রকৃত মাহবুবকে জয় করবোই এবং যে সকল ক্ষেত্রে নবীজি ﷺ বলেছেন لَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ এটা আমাদের রাস্তা নয়, لَيْسَ مِنِى অর্থাৎ কেউ যদি এ পথে চলে তাহলে সে আমাকে মহব্বতকারী নয়– সে সকল কাজ বা স্বভাব যে কোনো মূল্যে ত্যাগ করবোই। হে আল্লাহ! আপনি একমাত্র তাওফীকদাতা।

যাই হোক এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো এখন পেশ করা হচ্ছে, আমরা শোনার

জন্য, বুঝার জন্য এবং আমল করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

১. যে আমার সুন্নাতের প্রতি বিমুখ হবে

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

فمَنْ رغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي

'যে আমার সুন্নাতের প্রতি বিমুখ হবে সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।' [৭]

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, এখানে দুটি বিষয়। একটি হল, যে সুন্নাতের ওপর আমল করতে পারে না তবে নিজেকে এ জন্য অপরাধী মনে করে। এ কারণে সে মনে মনে লজ্জিত থাকে। এ ব্যক্তি হল ওই আশেকের মত যে নিজের মাহবুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে না কিন্তু এর জন্য সে মনে মনে লজ্জিত থাকে। এ জাতীয় ব্যক্তি উক্ত হাদীসের আওতায় পড়বে না।

আরেকটি হল সুন্নাত দেখতে পারে না; বরং সুন্নাতের নাম শুনলে সুন্নাত দেখলে সে খুব বাজেভাবে রিঅ্যাক্ট করে। যেমন সে বলে, যত সব ফালতু কাজ সব দাঁড়িওয়ালারাই করে। এ জাতীয় ব্যক্তি উক্ত হাদীসের আওতায় পড়ে যাবে।

চিন্তা করে দেখুন কেয়ামতের দিন যে লোকটিকে দেখে নবীজি ﷺ বলবেন, একে আমি চিনি না এ আমার উম্মত নয়– তার অবস্থাটা কেমন হবে!

সুন্নাতের দৃষ্টান্ত

আমাদের শায়খ ও মুরশিদ মাহবুবুল ওলামা পীর যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী দা. বা. সুন্নাতের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন, তিনি বলেন, যেমনভাবে একটা মেয়েকে যখন বরের উদ্দেশে সাজানো হয় তখন তার যে অঙ্গেই অলঙ্কার রাখা হয় ওই অঙ্গেরই সৌন্দর্য বেড়ে যায়, তেমনিভাবে আমাদের জিন্দেগীর যে অংশেই নবীজী ﷺ এর সুন্নাত চলে আসবে, ওই অংশেরই সৌন্দর্য বেড়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে মায়ার হয়ে যাবে।

---

[৭] বুখারী : ৪৭৭৬

২. যে বড়দের সম্মান করে না

উবাদা ইবনু সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

'সে আমার উম্মতভুক্ত নয়– যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমের হক জানে না।' [৮]

বাবা-মাকে বেশি বিরক্ত করলে তাঁরা যেমন বলেন, 'যা তুই এমন করলে আমি আর তোর মা বা বাবা নই', তেমন নবীজীও বলছেন, বড়কে অশ্রদ্ধা করলে তোমরাও আমার উম্মত নও। বাবা-মার এমন কথায় যেমন আমরা তাঁদের সন্তানতালিকা থেকে বাদ পড়ি না, তেমনিভাবে আমরাও নবীর উম্মত থেকে বাদ যাবো না বটে। তবে এটা এতই অপ্রিয় ও নিন্দনীয় কাজ যে, এর কারণে মহান চরিত্রবান নবীর উম্মত হবার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলতে হয়। ভেবে দেখুন রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুজনের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ এতই অপছন্দ করতেন যে, এমন কঠিন কথা বলে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন। বড়দের অসম্মান না করতে আমাদের সাবধান করেছেন।

বড়কে সম্মান করার পদ্ধতি

বড়কে সম্মান করার অর্থ চলাফেরা ও কথাবার্তায় তাঁদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া। কোনো কাজ করতে গিয়ে তাঁদের সামনে রাখা। পরিবারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিংবা যানবাহনে বা সভা-সমাবেশে বড়দের জন্য আসন ছেড়ে দেওয়া।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম কাজী আবু ইয়ালা রহ. একবার পথচলার সময় তাঁর শিষ্যকে বললেন, 'তুমি যখন কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে পথ চলবে তখন তাঁর কোন দিকে থাকবে?' শিষ্য বলল, 'আমার তা জানা নেই।' তিনি বললেন, 'তাঁকে ইমামের স্থানে রাখবে। অর্থাৎ তুমি থাকবে ডান দিকে আর বাম দিক তার জন্য ছেড়ে দেবে। যাতে করে থুথু ফেলা বা নাক পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে তিনি অনায়াসে বাম দিকে তা করতে পারেন।'

---

[৮] মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৪

সুতরাং বড় যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তোমার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্নও হন, তবুও তাঁকে ছোট করে কথা বলবে না। তাঁর সামনে ভুলেও বড়াই দেখাবে না। তুমি যদি আজ তাঁকে অশ্রদ্ধা করে মনে কষ্ট দাও, কালই কিন্তু তোমার চেয়ে ছোট কারও কাছ থেকে একই ব্যবহার পেয়ে যাবে। তখন ঠিকই বুঝতে পারবে তিনি তোমার আচরণে কেমন মর্মযাতনায় ভুগছিলেন।

বড়দের দেখে সালাম দিবে। অকারণে তাঁদের সামনে চেঁচামেচি বা শোরগোল করবে না। তাঁরা কিছু চাইলে দূর থেকে নিক্ষেপ না করে সবিনয়ে গিয়ে তোমার ডান হাত দ্বারা দিবে।

বড়কে সম্মান করার ফযিলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ : إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

'বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই নামান্তর।' [৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَا أَكْرَم شَابٌّ شَيْخاً لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللَّه لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْد سِنِّه

'কোনো যুবক যদি কোনো বৃদ্ধকে তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার বার্ধক্যের সময় তাকে সম্মান করবে এমন লোক নিয়োজিত রাখবেন।' [১০]

এ জন্যই প্রসিদ্ধ আছে بی ادب محروم گشت از لطف رب বেয়াদব আল্লাহর ফজল ও করম থেকে মাহরুম হয়।

আসলে মুসলিম মানেই ভদ্র হবে, মার্জিত হবে, শিষ্টাচারপূর্ণ হবে। الأدب هو الدين كله ভদ্রতা মানেই দীনদারি। الدين كله خلق দীনের সবটাই জুড়ে রয়েছে চরিত্রশিক্ষা।

---

[৯] আবু দাউদ : ৪৮৪৩

[১০] তিরমিযী : ২০২২

৩. যে ছোটকে স্নেহ করে না

উক্ত হাদীসের দ্বিতীয় অংশ ছিল

وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا

‘যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।’

কিছু লোক এমন আছে যারা ছোট বাচ্চা দেখলে ঝাড়ি মারে, ধমক দেয়– এটা ঠিক নয়। আবার অনেক অভিভাবক আছেন যারা শিশুদের সঙ্গে কোমল আচরণ করেন না, তাদের কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনেন না। কেবল হু-হ্যাঁ করে যান। এটাও ঠিক নয়।

আলই'য়াযু বিল্লাহ, আমরা তো আমাদের নবীজী ﷺ থেকে বড় হয়ে যাইনি। তিনি তো শিশুদের ওপর রাগ করতেন না, ঝাড়ি দিতেন না, তাদের সঙ্গে কর্কশ ভাষায় কথা বলতেন না; বরং কেউ কোনো শিশুর ওপর রাগ করলে তিনি তার ওপর রাগ করতেন। তিনি ছোটদের আদর করে কাছে বসাতেন। তাদেরকে চুমো দিতেন। কোলে তুলে নিতেন। এমনকি কোনো শিশু তাঁর কোলে পেশাব করে দিলেও তিনি কিছুই বলতেন না।

ছোটদের প্রতি নবীজীর ভালোবাসা

একদিনের ঘটনা। হাদীসের একাধিক কিতাবে ঘটনাটি এসেছে। নবীজী ﷺ খেতে বসেছিলেন। কিন্তু খানা তখনও শুরু করেননি। উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান রাযি. তার শিশুপুত্রকে কোলে করে রাসূলের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। শিশুটিকে দেখে নবীজী ﷺ তার দিকে এগিয়ে এলেন। পরম আদরে কোলে তুলে নিয়ে খাবারের জায়গায় গিয়ে বসলেন। শিশুটি নবীজীর আদর পেয়ে তাঁর কোলেই পেশাব করে ভিজিয়ে দিল।

এ ঘটনায় নবীজি মুচকি হাসলেন। তাঁর চেহারায় বিরক্তি প্রকাশ পেল না। তিনি পানি আনার জন্য একজনকে বললেন। পানি আনা হলে যে যে জায়গায় পেশাব পড়েছিল সেখানে পানি ঢেলে দিলেন।

একদিকে নবীজী ﷺ এর শান ও মহান মর্যাদার কথা ভাবুন, আরেকদিকে এই ঘটনাটি দেখুন। এতেই বুঝা যায় নবীজীর হৃদয়ে ছোটদের প্রতি কী পরিমাণ মায়া ছিল!

আনাস রাযি. নবীজীর খেদমত করতেন। আট বছর বয়স থেকে নবীজীর খেদমত করেছেন। এতটুকুন বালকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের ভুলত্রুটি হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু নবীজী কখনও তার গায়ে হাত তোলেন-নি, এমনকি কখনও এমন কথাও বলেননি যে, আনাস! তুমি এ কাজটি কেন করেছ, আর ঐ কাজটি কেন করনি।
অথচ আমরা পান থেকে চুন খসলে– অর্থাৎ সামান্য ভুল হলেই ছোট্ট কাজের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহার করি!

নবীজী ছোটদের চুমু দিতেন

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী কারীম ﷺ তাঁর নাতি হাসানকে চুমু দিলেন। সেখানে আকরা ইবনু হাবিস রাযি. নামে এক সাহাবী বসা ছিলেন। হাসানকে চুমু খাওয়া দেখে তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে চুমু দেই-নি। নবীজী তার দিকে তাকিয়ে বললেন

مَن لا يَرحَمْ لا يُرحَمْ

যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না। [১১]
আরেক হাদীসে আছে আয়েশা রাযি. বলেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী করিম ﷺ এর কাছে এলো। নবীজি তাকে বললেন, তোমরা কি তোমাদের শিশুদের চুমু দাও? সে বলল, ‘জ্বি না।’ নবী করিম ﷺ বললেন

أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ؟

তোমাদের অন্তরে যদি দয়া-মায়া না থাকে তাহলে আমার কী করার আছে![১২]

হাসান হুসাইন রাযি.-এর প্রতি নবীজীর স্নেহ

আমরা জানি নবীজী ﷺ এর ঘরেও শিশু ছিল। হাসান রাযি. ও হুসাইন রাযি.। নবীজী তাঁদেরকে কেমন আদর করতেন! আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইন দুইজনকে দুই কাঁধে নিয়ে আমাদের

---

[১১] বুখারী : ৫৬৫১
[১২] বুখারী : ৫৬৫২

সামনে এলেন এবং একবার এর গালে আদর করছিলেন আরেকবার ওর গালে আদর করছিলেন। এক সাহাবী বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এদেরকে খুব ভালোবাসেন? নবীজী ﷺ উত্তর দিলেন

مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي

যে এদের ভালোবাসবে সে আমাকে ভালোবাসল আর যে এদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে সে যেন আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখল। [১৩]

এমন ঘটনাও আছে যে, হাসান রাযি. ও হুসাইন রাযি. অনেক সময় রাসূলে কারীম ﷺ এর পিঠে চড়ে বসতেন, তাঁকে ঘোড়া বানিয়ে তারা খেলতেন। এমন চমৎকার দৃশ্য দেখে একদিন এক সাহাবী মজা করে বলে উঠলেন

نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ

বৎস! তুমি দারুণ সাওয়ারি পেয়েছ!

নবীজী ﷺ তখন উত্তর দিলেন وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُو আরোহীও দারুণ! [১৪]

নামাযের মত ইবাদতেও এমনটি ঘটত যে, নবীজী ﷺ সিজদায় গিয়েছেন আর হাসান বা হুসাইন রাযি. তাঁর পিঠে চড়ে বসেছেন। ফলে তিনি দীর্ঘ সময় সিজদায় থাকতেন। অপেক্ষা করতেন কখন তারা পিঠ থেকে নামবে। [১৫]

মসজিদে বাচ্চাদের সঙ্গে পুলিশী আচরণ না করি

আর আমরা কী করি? মসজিদে কোনো বাচ্চাকে দেখলে এমন ধমক দেই যে, তার শিশু মনে মসজিদের ব্যাপারেই ভয় ঢুকিয়ে দেই। তখন সে মনে করে মসজিদে গেলে বড়দের ধমক খেতে হয়। অবশেষে এ শিশুটা আর নামাযের অভ্যাস করতে পারে না।

এমনিতে অবুঝ শিশুকে মসজিদে নিয়ে আসা নিষেধ। একটু বুঝমান হলে তাকে মসজিদে আসার অভ্যাস করাতে হয়। কিন্তু যদি কোনো অবুঝ শিশু

---

[১৩] মাজমাউয যাওয়াইদ : ৯/১৮০

[১৪] তিরমিযী : ৩৭৪৬

[১৫] নাসাঈ : ১১৪১

মসজিদে চলে আসে তাহলে তার সঙ্গে পুলিশী আচরণ করে তার কচি অন্তরে নামাযের ব্যাপারে অনীহা সৃষ্টি করা যাবে না। যদি তা করেন তাহলে لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়–এর আওতায় পড়ে যাবেন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে হেফাজত করুন আমীন।

৪. যে আমাদের আলেমের হক জানে না

উক্ত হাদীসের শেষ অংশ ছিল

وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

'যে আমাদের আলেমের হক জানে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।'
আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ. বলতেন

مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْأُمَرَاءِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْإِخْوَانِ ذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ

যে ব্যক্তি আলেম ওলামাকে ছোট করবে তার আখেরাত বরবাদ হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াদার নেতাদের উপহাস করবে তার দুনিয়া নষ্ট হবে আর যে ব্যক্তি ভাই-বন্ধুকে হেয় প্রতিপন্ন করবে তার ব্যক্তিত্ব খাটো হয়ে যাবে।[১৬]

মিডিয়ার অপপ্রচারের ফাঁদে পড়বো না

সুতরাং সাবধান! আখেরাত ঠিক রাখতে হলে আলেম ওলামার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখতে হবে। মনে রাখবেন, আপনাদের জন্য দরদী, হিতাকাঙ্ক্ষী ওলামায়ে কেরামের চেয়ে বেশি আর কেউ নয়। আপনার দল কিংবা আপনার নেতাও নয়।

অথচ মিডিয়ার অপপ্রচারের ফাঁদে পা দিয়ে আমরা আজ ওলামায়ে কেরামকে গালি দিচ্ছি, কিছু একটা ঘটলেই আলেম ওলামার দিকে আঙ্গুল তুলে দিচ্ছি। আমাদের অবস্থার দিকে তাকালে মনে হয়, আমরা যেন এই শ্রেণির লোকগুলোকে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করি।

---

[১৬] আদাবুসসুহবাহ : ৫২

না, আল্লাহর বান্দা! আজ থেকে এমনটি করবেন না। আজ থেকে তাওবা করুন। আল্লাহ যাঁদের সম্মানিত করেছেন, তাঁদের ব্যাপারে নেগেটিভ ধারণা বর্জন করুন।

বিস্ময়কর ব্যাপার

আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, এক দিকে আমরা এটা জানি মিডিয়া মানেই মিথ্যার বাজার। অপরদিকে এই মিডিয়ার কথা বিশ্বাস করেই আলেম ওলামার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য-বক্তব্য দিয়ে বসি! আবার এই মিডিয়াই আমার দলের বিরুদ্ধে কিংবা নেতার বিরুদ্ধে কিছু বললে তখন বলি, এসব মিডিয়ার অপপ্রচার! এরূপ দ্বিমুখী আচরণ কেন?

এ জন্য আজ থেকে ওলামায়ে কেরামের সম্মান নষ্ট হয় এমন কোনো কথা বলার আগে অন্ততপক্ষে একবার চিন্তা করবেন, আমার এ জাতীয় আচরণের কারণে لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমি এ উম্মত থেকে খারিজ হয়ে যাচ্ছি না তো? সুতরাং একজন আলেমকে সম্মান দিতে শিখুন। তাঁকে নবীজীর ওয়ারিশ হিসেবে মূল্যায়ন করুন।

ওলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান দেখাবেন কেন?

খতিবে বাগদাদী রহ. এ মর্মে একটি সুন্দর হাদীস এনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

أَكْرِمُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

তোমরা ওলামায়ে কেরামকে সম্মান করো। কেননা তাঁরা আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিশ। যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাবে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাল।[১৭]

ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে থাকুন

সুতরাং বেশি বুঝার চেষ্টা করবেন না; বরং ঈমান বাঁচাতে হলে, আখেরাত ঠিক রাখতে হলে, নিজেকে গোমরাহ হওয়া থেকে রক্ষা করতে হলে ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

---

[১৭] তারিখু বাগদাদ : ১৬৬৩

الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ

যারা দীনের লাইনে তোমাদের চেয়ে বড় তাঁদের সঙ্গে থাক। এর মধ্যেই বরকত।[১৮]

সমাজের কিছু ভ্রষ্টতা ও সমাধান

আমাদের সমাজের কথিত আহলে হাদীসের ভাইয়েরা পথভ্রষ্ট কেন? এ কারণে যে, তারা ওলামায়ে কেরাম থেকে বেশি বুঝে ফেলেছে!

অনুরুপভাবে কথিত কিছু শায়েখ বা কথিত কিছু 'হাফিযাহুল্লাহ'র কারণে যুবকরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। আসল আর নকল সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। এর সুযোগ নিচ্ছে ইসলামের শত্রুদের হাতে পরিচালিত মিডিয়াগুলো। তারা দাড়ি-টুপির ব্যাপারে বিভিন্ন কুধারণা মানুষের মগজে বসিয়ে দিচ্ছে।

এর একমাত্র সমাধান হল, ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে থাকা। তাঁরা যেটাকে দীন বলেন, সেটাকেই দীন মনে করা। যেটাকে জিহাদ বলেন, সেটাকেই জিহাদ মনে করা। যেটাকে জঙ্গিবাদ বলেন, সেটাকে জঙ্গিবাদই মনে করা। যেটাকে তাবলীগ বলেন, সেটাকেই তাবলীগ মনে করা। যাকে হক বলবেন, তাকে হক হিসেবে বিশ্বাস করা।

মোট কথা, অন্তত দীনের যে কোনো বিষয়ে তাঁদের কথার বাইরে না যাওয়া এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা। এটা ওলামায়ে কেরামের হক বা অধিকার। যদি ওলামায়ে কেরামের এই ন্যূনতম হক আদায় করতে না পারেন, তাহলে নবীজী ﷺ বলেছেন وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّه যে আমাদের আলেমের হক জানে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ওলামায়ে কেরামের চেয়ে দরদী কেউ নেই

এ জন্য আবারও বলছি, কথাটা মরণ পর্যন্ত অন্তরে ধরে রাখবেন, আপনাদের জন্য দরদী, হিতাকাঙ্ক্ষী ওলামায়ে কেরামের চেয়ে বেশি আর কেউ নয়।

---

[১৮] সহিহ ইবনু হিব্বান : ৫৫৯

ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায রহ. বলেন, ওলামায়ে কেরাম উম্মতের প্রতি আমাদের মা-বাবার চেয়েও বেশি দয়ালু। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, কীভাবে? তিনি উত্তর দিলেন

لأنَّ آباءهم وأمَّهاتهم يحفَظُونهم من نار الدنيا،والعلماء يحفَظُونهم من نار الآخِرة

কেননা তাদের বাবা-মা তাদেরকে দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখে আর ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে আখেরাতের আগুন থেকে হেফাজত করে।[১৯]

৫. যে ব্যক্তি বিভিন্ন মাধ্যমে ভাগ্যের ভালো-মন্দ যাচাই করে

সম্মানিত হাজেরীন! নবীজী ﷺ যাদের সম্পর্কে বলেছেন لَيْسَ مِنَّا এরা আমাদের মধ্য থেকে নয়। তারা কারা? এই মর্মে আমরা ইতিপূর্বে চার শ্রেণির কথা জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে আরও হাদীস আছে। একেকটি হাদীস 'ইনশাআল্লাহ' বলা হবে, আর আমরা মনে মনে তাওবা করতে থাকবো এবং দোয়া করতে থাকবো যে, হে আল্লাহ! নবীজী যাদের ব্যাপারে বলেছেন, এরা আমাদের মধ্য থেকে নয়, আপনি আমাদেরকে সেসব হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না আমীন।

যাই হোক এব্যাপারে আরেকটি হাদীস বলা হচ্ছে, সকলেই মনোযোগ দিন। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ

، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করল, অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করল, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হল, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করল অথবা যার জন্য যাদু করা হল অথবা যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসলো

[১৯] ইহয়ায়ু উলুমিদ্দীন : ১/১১

অতঃপর সে [গণক] যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে ব্যক্তি মূলত মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করল।[২০]

রাশিফল বের করার নামে ভাগ্য নির্ণয়

আরবে পাখি উড়িয়ে, তীর দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে ভাগ্য গণনা করা হত। আমাদের সমাজেও রাশিফল বের করার নামে ভাগ্য নির্ণয় করার বেশ কিছু পদ্ধতি চালু আছে। জ্যোতিষী, গণক, টিয়া পাখি, বানর, সাপুড়িয়ার সাপ, সোলেমানিয়া তাবিজের কিতাব ইত্যাদির মাধ্যমে রাশিফল নির্ণয় করা হয়। কিছু পত্রিকায় তো রাশিফল নামে একটা পাতাই বরাদ্দ করে রাখে। প্রথম আলো পত্রিকা তো এ জাতীয় যত শয়তানি আছে, সবগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে থাকে। রাশিফল নামে তারা বিশেষ সংখ্যা বের করে।

এ সবই হারাম, কবিরা গোনাহ। এদের কথা বিশ্বাস করাও কবিরা গোনাহ। এমনকি হাদীসে এটাকে শিরকও বলা হয়েছে। শিরক বলতে এখানে ছোট শিরক উদ্দেশ্য। যার দ্বারা মুশরিক হয় না, তবে এটা শক্ত কবিরা গোনাহ এবং এটা মানুষকে ধীরে ধীরে বড় শিরকের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

শিরকের কাফফারা

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখলো, সে মূলত শিরক করল। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফফারা কী? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দোয়া পড়বে

اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إلا خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إلا طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ! আপনার মঙ্গল ব্যতীত কোনো মঙ্গল নেই। আপনার অকল্যাণ ছাড়া কোনো অকল্যাণ নেই। আর আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।[২১]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন আমীন।

---

[২০] মাজমাউয যাওয়াইদ : ৫/১২০

[২১] আহমদ : ৭০৪৫

৬. যে ব্যক্তি যাদু করে

যে ব্যক্তি যাদু করে কিংবা যার জন্য যাদুকর অন্যের বিরুদ্ধে যাদু করে- নবীজী ﷺ এর ভাষায় لَيْسَ مِنَّا এরা আমাদের মধ্য থেকে নয়। যাদুটোনা করা, আরেকজনের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাবিজ করা এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।
এমনিতে তাবিজ যদি কুরআনের আয়াত কিংবা হাদীসের কোনো দোয়ার মাধ্যমে হয় এবং অন্যের ক্ষতির উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে এটা জায়েয আছে।

সোলেমানিয়া তাবিজের কিতাব

আমাদের দেশে তাবিজের কিতাব হিসেবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম হল, সোলেমানিয়া তাবিজের কিতাব। সুলাইমান আলাইহিস সালামের দিকে নিসবত করে এর নাম রাখা হয়েছে। বইটির বিকৃত বানান বা উচ্চারণের মধ্যেই একজন নবীর সঙ্গে জঘন্য বেয়াদবি প্রকাশ পায়। উপরন্তু বইটিতে কুফরী ও শিরকি কথার অভাব নেই। অবশ্য কিছু সহিহ কথাও আছে।
যাই হোক, যারা আমল করতে পারেন তাদের জন্য হল আমল। এক্ষেত্রে এটাই মূল সুন্নত। আর যারা আমল করতে সক্ষম নয় যেমন, শিশুরা আমল করতে পারে না, তাদের জন্য হল তাবিজ বা শরিয়তসম্মত ঝাড়-ফুঁক করা যেতে পারে। তবে তা হতে হবে অবশ্যই কোনো দীনদার আলেম থেকে। সোলেমানিয়া তাবিজের কিতাব-জাতীয় কিতাব থেকে নয়। কিংবা কোনো অমুসলিম বা ফাসেক ব্যক্তি থেকেও নয়।

অমুসলিমদের থেকে তাবিজ গ্রহণ

হিন্দু, বৌদ্ধ, মগ, চাকমা, টিপরা, কামরুকামাক্ষা এসব অমুসলিমদের থেকে তাবিজ গ্রহণ করা মানেই ছোট শিরকে জড়িয়ে পড়া। আর তা যদি হয় আরেকজনের ক্ষতির উদ্দেশ্য তাহলে এটা তো চুরির ওপর সীনাজুরি। নবীজী ﷺ এর ভাষায় لَيْسَ مِنَّا এরা আমাদের মধ্য থেকে নয়।

যাদুটোনা করার শাস্তি

অনেক সময় তো মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্যও যাদুটোনা করা হয়।

এটা কাউকে সরাসরি মেরে ফেলার মতই আরও জঘন্য অপরাধ। এমনকি ইসলামী খেলাফত থাকলে এই অপরাধের শাস্তি হত মৃত্যুদণ্ড। হাদীসে এসেছে

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেয়া। [২২]

ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.ও এরকম ফতওয়া দিতেন যে, যাদুকর যদি তার যাদুটোনা দ্বারা কাউকে মরে ফেলে তাহলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।

মুহতারাম হাজেরীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল হাদীসে لَيْسَ مِنَّا কিংবা لَيسَ مِنِّي বলে আমাদের সতর্ক করেছেন যে, এটা আমার রাস্তা নয়, এরা আমাদের দলভুক্ত নয়, এরা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, এরা আমাকে মহব্বতকারী নয়; সে সকল হাদীস আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। আরও কিছু হাদীস আপনাদের সামনে পেশ করার উদ্দেশ্যে আমি নোট করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আলোচনা একটু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বিধায় এ মর্মে এখান থেকে কিছু হাদীস এবং শুধু তরজমা পেশ করা হচ্ছে। হাদীসের আজমতের প্রতি খেয়াল রেখে আমরা পরিপূর্ণ মনোযোগটা এদিকে ধরে রাখার চেষ্টা করি এবং আল্লাহর কাছে পানাহ চাই যে, তিনি যেন আমাদের এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত না করেন আমীন।

৭. যে ব্যক্তি অমুসলিমদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ

যে ব্যক্তি অমুসলিমদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের সঙ্গে সদৃশ অবলম্বন করো না। কারণ

[২২] তিরমিযী : ১৪৬০

ইহুদীদের অভিবাদন হল, আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা আর খৃস্টানদের অভিবাদন হল হাতের তালু দিয়ে ইশারা করা।[২৩]

৮. যে নারী পুরুষের সঙ্গে এবং যে পুরুষ নারীর সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করে

এই মর্মে আরেকটি হাদীস আছে, বিশেষ করে যুবসমাজের উদ্দেশ্যে পেশ করা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

যে সব নারী পুরুষের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং যে সব পুরুষ নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৪]

৯. যে ব্যক্তি প্রতারণা করে

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন স্তুপ করে রাখা খাদ্যশস্যের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তুপের ভেতর হাত প্রবেশ করালে আঙ্গুলগুলো ভিজে গেল। স্তুপের মালিককে জিজ্ঞেসা করলেন, ব্যাপার কী? মালিক উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টির পানিতে তা ভিজে গিয়েছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, তবে তা উপরে রাখলে না কেন, যেন মানুষ তা দেখতে পায়?

مَنْ غشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।[২৫]

১০. যে ব্যক্তি মুসলমানের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে

অনুরূপ আরেকটি হাদীস আছে, যেটির ওপর আমল করলে আমাদের দেশে আর কোনো সমস্যাই থাকবে না। কেননা একটা রাষ্ট্রের মূল সমস্যা হল দুটি- দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا

---

[২৩] তিরমিযী : ২৬৩৮

[২৪] মুসনাদে আহমদ : ২/৬৫৮০

[২৫] মুসলিম : ১০১

সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ওপর অস্ত্র তোলে। আর যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। [২৬]

সন্ত্রাস ও দুর্নীতির সলিউশন

এ একটি হাদীসে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি উভয়টারই সল্যুশন আছে। যদি দেশের প্রত্যেক সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ এ কথা চিন্তা করত যে, আমি আমার এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁর উম্মত থেকে খারিজ হয়ে যাচ্ছি, যার সুপারিশ ছাড়া আখেরাতে নাজাতের কল্পনাও করা যায় না; তাহলে এ দেশে কোনো সন্ত্রাসী অস্ত্র পকেটে রাখার এবং কোনো দুর্নীতিবাজ জনগণের সঙ্গে দুর্নীতি করার সাহস করত না। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম বলেন, যে যত বড় মুমিন সে তত ভাল সুনাগরিক।

১১. মৃত্যুশোক প্রকাশে যে মহিলা বিলাপ করে কাঁদে

এবার বিশেষত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে একটা হাদীস। আমরা স্বাভাবিকভাবেই কারো মৃত্যুতে ব্যথিত হই এবং আমরা কান্নাকাটি করি। এটা নিষেধ নয়। তবে অনেক সময় মহিলারা কী করে? তারা মৃতের জন্য কাঁদতে গিয়ে বিলাপ করে কান্নাকাটি করে, বুক চাপড়ায়, মুখমণ্ডলে আঘাত করে, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। আবার অনেক পুরুষ বা মহিলা আছে শোক পালন করতে গিয়ে চুল মুণ্ডন করে ফেলে। আরও কত কী করে! এগুলো সীমালঙ্ঘন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ

মৃত্যুশোক প্রকাশে যে মহিলা মাথা মুড়িয়ে বিলাপ করে কাঁদে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [২৭]

অপর হাদীসে নবীজী ﷺ বলেন

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

[২৬] মুসলিম : ১০২

[২৭] আবু দাউদ : ৩১৩০

যারা মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে গালে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে এবং জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। [২৮]

১২. যে ব্যক্তি মোচ কাটে না

যায়েদ ইবনু আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি মোচ কাটে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [২৯]

সুতরাং পুরুষেরা আর্মির জেনারেলদের মত মোচ রাখবেন না। মোচ ছোট করে রাখবেন।

১৩. যে ব্যক্তি কোনো স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

যে ব্যক্তি কোনো স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা দাসকে তার মুনীবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [৩০]

১৪. যে ব্যক্তি ছিনতাই করে

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি অন্যের মাল ছিনতাই করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [৩১]

১৫. যে ব্যক্তি সুন্দর সুরে কুরআন পাঠ করে না

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

---

[২৮] বুখারী : ১২৯৭

[২৯] তিরমিযী : ২৬৫৮

[৩০] আবু দাউদ : ২১৭৫

[৩১] আবু দাউদ : ৪৩৪০

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

যে ব্যক্তি সুন্দর সুরে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৩২] অথচ আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার সুন্দর করে তেলাওয়াত করা তো দূরের কথা; বরং তেলাওয়াতই করতে পারে না কিংবা পারলেও সহিহ করে পারে না। আর এভাবেই কবরে চলে যাচ্ছে। আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর কাছে কী জবাব দিবেন?

১৬. যে ব্যক্তি অত্যাচারী শাসকের সহযোগিতা করে

কা'ব ইবন উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুজরা থেকে আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমরা সেখানে ছিলাম নয় জন। পাঁচজন আরব আর চারজন আনারব বা এর বিপরীত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ

তোমরা শোনো, তোমরা কি শুনেছ যে আমার মৃত্যুর পরে অচিরেই এমন কিছু শাসক হবে, যারা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে আর তাদের জুলুমে তাদের সহযোগিতা করবে তারা আমার নয় এবং আমিও তাদের নই। তারা হাউজে কাউসারে আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু যারা তাদের কাছে যাবে না, তাদের জুলুমের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারের সমর্থন করবে না তারা আমার আর আমিও তাদের, তারা হাউজে কাউসারে আমার কাছে আসতে পারবে।[৩৩]

---

[৩২] বুখারী : ৭০১৯
[৩৩] তিরমিযী : ২২৬২

১৭. যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার প্রতি মানুষকে আহ্বান করে

জুবাইর ইবনু মুতইম থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَيْسَ مِنّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيّةٍ، وَلَيْسَ مِنّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيّةٍ،

وَلَيْسَ مِنّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيّةٍ

যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের (সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ) দিকে ডাকে বা আসাবিয়াতের কারণে লড়াই-যুদ্ধ করে বা আসাবিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [৩৪]

যে কথাগুলো আজকের মজলিসে আলোচনা হল, আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। যে কোনো অবস্থায় আমরা যেন আমাদের নবীজীর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি, আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই হিম্মত দান করুন আমীন।

وہ مرد نہیں جو ڈر جائیں حالات کے خونی منظر سے

جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے

পরিবেশের কারণে যে ঘাবড়ে যায়, পিছিয়ে যায়, সে তো মর্দে মুমিন নয়। মর্দে মুমিন তো সে যে পরিবেশকে পাল্টে দেয়।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

৩৪ আবু দাউদ : ৫১২১

শায়খ উমায়ের কোব্বাদী হাফিজাহুল্লাহ এর বিভিন্ন বয়ান
রচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও শরয়ী সমাধানের জন্য
ভিজিট করুন :

www.quranerjyoti.com

হযরতের প্রতিষ্ঠিত আল-ফালাহ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন–এর
শিক্ষা, সেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে
ভিজিট করুন :

www.alfalahbd.org